২২ মে কমরেড মনিরুজ্জামান তারা'র ৫২তম শহীদ দিবস পালন করুন!

"আমরা মনে করি গণতান্ত্রিক বিপ্লব একমাত্র সশস্ত্র সংগ্রাম অর্থাৎ জনযুদ্ধের মারফতই সফল হতে পারে।" **— কম. চারু মজুমদার**

সংগ্রামী জনগণ,

১৯৭৪ সালের ২২ মে কমরেড মনিরুজ্জামান তারা শহীদ হন। তৎকালীন স্বৈরশাসক শেখ মুজিবের রাষ্ট্রীয়বাহিনী ঢাকা থেকে কয়েকজন কমরেড সহ মনিরুজ্জামান তারা'কে আটক করে। চরম নির্যাতন-নিপীড়নের মুখেও কম. তারা যখন ছিলেন বিপ্লবী পথে অটল, তখন রাষ্ট্রীয়বাহিনী তাকে হত্যা করে এবং সিরাজগঞ্জে লাশ ফেলে রেখে চলে যায়।

কম. তারা ছিলেন একজন মহান বিপ্লবী। ছাত্র থাকাকালীন সময় থেকেই তিনি পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)-এর সাথে যুক্ত ছিলেন। নকশালবাড়ি কৃষক-অভ্যুত্থান ও কম. চারু মজুমদারের শিক্ষায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি সিরাজগঞ্জ-পাবনা সহ বিভিন্ন স্থানে কৃষিবিপ্লবী সংগ্রামকে বিকশিত করেন। পার্টির নেতৃত্বে দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধের লাইনে অবিচল থেকে তিনি সকল ধরনের সুবিধাবাদ-সংশোধনবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছেন। জনগণের বিপ্লবী নেতা হিসেবে এলাকাভিত্তিক ক্ষমতা দখলের মধ্য-দিয়ে পূর্ববাঙলার জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবকে এগিয়ে নিয়েছিলেন। শাসক-শোষকশ্রেণী ভীত হয়ে বিপ্লব ও বিপ্লবীদের ধ্বংস করার জন্য আমাদের প্রাণপ্রিয় নেতা ও তৎকালীন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এম-এল)-এর সম্পাদক কম. মনিরুজ্জামান তারা'কে হত্যা করেছে। কিন্তু তারা জানে না, বিপ্লবীদের মৃত্যুর মধ্য-দিয়ে বিপ্লবকে ধ্বংস করা যায় না। কমরেড তারা, বাদল দত্ত, বেলী, মোফাখখার চৌধুরী, কামরুল মাস্টার, ডাঃ মিজানুর রহমান টুটু, তপন মাহমুদ সহ হাজার হাজার কমরেডের হত্যার বদলা জনগণ নেবেই। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদের মতাদর্শে বলীয়ান হয়ে গ্রামাঞ্চলে ঘাঁটি গঠনের প্রক্রিয়ায় শহর-ঘেরাও করে কৃষিবিপ্লবী রাজনীতিকে কেন্দ্র করে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম বিজয় লাভ করবেই।

বর্তমানেও পূর্ববাঙলা তথা এদেশে শ্রমিক-কৃষকসহ মেহনতী জনগণ তীব্র অসহায় জীবনযাপন করছে। একদিকে কৃষকের জমি নেই; এনজিওসহ মহাজনদের থেকে ঋণ করে যে ফসল উৎপাদন করা হয় তার দাম নেই। সার-কীটনাশক বহুজাতিক কোম্পানির হাতে বন্দী। গ্রামে গ্রামে ইজারাদার, সুদে-কারবার, আদম-ব্যবসায়ী, মধ্যস্বত্বভোগীদের রাজত্ব। অন্যদিকে শহরে শ্রমিকদের কাজ নেই— ন্যায্য-মজুরী,

অধিকারের কথা উচ্চারণ করলেই পুলিশ-আর্মিসহ মালিকের মস্তানবাহিনীর আক্রমণ চলে। নারী-শ্রমিকসহ নারী-শিশুদের উপর নির্যাতন তো আছেই। এদেশে গরীব মানুষের জন্য চিকিৎসা-শিক্ষা-বাসস্থানের যেমন নিশ্চয়তা নেই, তেমনি হু হু করে বাড়ছে দ্রব্যমূল্যের দাম। অন্যদিকে শাসক-শোষকশ্রেণী তাদের বিদেশী প্রভু মার্কিনসহ সকল সাম্রাজ্যবাদ, ভারতীয় সম্প্রসারণবাদের মদতে নির্বাচনী নাটক বা জনগণের ন্যায্য-ক্ষোভকে কুক্ষিগত করে কথিত শহুরে-অভ্যুত্থানের মধ্য-দিয়ে ক্ষমতার রদবদল ঘটায়। তাই নির্বাচন, সংস্কার, শহুরে-অভ্যুত্থানে জনগণের মুক্তি নেই। জনগণ পূর্বে আওয়ামী মহাজোটের ফ্যাসিবাদী শাসন, জনগণের শত্রু বিএনপি-জামায়াতের শাসন যেমন দেখেছে, তেমনি তারা চেনে ধর্মীয়-মৌলবাদ, সাম্প্রদায়িকতা বা এনজিও-সুশীলদেরও। 'বামপন্থী' নামের বিভিন্ন সংশোধনবাদী দলগুলো এই আমলা-মুৎসুদ্দি পুঁজিপতি ও আধা-সামন্তবাদী শ্রেণীরই সেবাদাস। সারাবিশ্বের সাধারণ জনগণও এই পুঁজিবাদী-সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের ও আন্তঃসাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্বের শিকার। ইরানে মার্কিন-ইসরায়েলের অন্যায়-যুদ্ধ, ফিলিস্তিনে হত্যালীলা, ইউক্রেন-রাশিয়া যুদ্ধ ইত্যাদি পরিস্থিতির মধ্যেও ভারত, ফিলিপাইন, তুরস্কসহ বিশ্বে মাওবাদী-বিপ্লবীরা লড়াই করছে।

কম. মনিরুজ্জামান তারা আত্মত্যাগের মধ্য-দিয়ে আমাদের শিখিয়েছেন শ্রমিক-কৃষকসহ নিপীড়িত জনগণকে ক্ষমতা দখলের রাজনীতিতে উদ্বুদ্ধ করে গ্রামাঞ্চল থেকে গেরিলা লড়াইয়ের মাধ্যমে শ্রেণীশত্রুদের খতম করতে হবে। শ্রমিকশ্রেণীর নেতৃত্বে ভূমিহীন-দরিদ্র কৃষকদের গেরিলা বাহিনীকে বিকশিত করে মুক্তাঞ্চল প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শ্রেণীশত্রুদের রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক-সাংস্কৃতিক ক্ষমতা উচ্ছেদ করতে হবে। দীর্ঘস্থায়ী গণযুদ্ধ অর্থাৎ সশস্ত্র সংগাম ছাড়া জনগণের মুক্তি নেই।

তাই আসুন, শহীদ কম. মনিরুজ্জামান তারা সহ সকল শহীদের আত্মত্যাগ থেকে শিক্ষা নিয়ে বিপ্লবের লাল পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধরি— সাম্যবাদ-সমাজতন্ত্র অভিমুখী জনগণতান্ত্রিক পূর্ববাঙলা প্রতিষ্ঠা করি।

কমরেড মনিরুজ্জামান তারা— লাল সালাম! **পূর্ববাঙলার কৃষিবিপ্লব— জিন্দাবাদ!**
মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ-মাওবাদ— জিন্দাবাদ! **কম. চারু মজুমদারের শিক্ষা— জিন্দাবাদ!**

পূর্ববাঙলার কমিউনিস্ট পার্টি (মাওবাদী)

কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক কমিটি

মে ২০২৬